ইত্তেফাক

তারিখ ৫/১১/৮০
পৃষ্ঠা ... ৫/২০/৮

058

দুই বছরে ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে প্রায় ৩ লক্ষ

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সহিত ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধির কোন সামঞ্জস্য নাই। বরঞ্চ পর্যালোচনায় দেখা যাইতেছে যে, ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধির গতি অত্যন্ত মন্থর। আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা ৩ কোটি ৮৯ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪ শত ৯০ জন। ৭৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ ৩৭ হাজার ৬ শত ৬৪ জন। অর্থাৎ গত দুই বৎসরে ভোটার সংখ্যা

(৮ম পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধি

(১ম পৃঃ পর)

বৃদ্ধি পাইয়াছে মাত্র ২ লক্ষ ৯৬ হাজার ৮ শত ২৬ জন।

'৭৩ সালের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশে ভোটারের সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৫২ লক্ষ ৫ হাজার ৬ শত ৪২ জন। '৭৭ সালের 'গণ ভোটে'র সময় ৩ কোটি ৮৩ লক্ষ ,৬৩ হাজার ৮ শত ৫৮ জন ভোটার তালিকাভুক্ত করা হয়। অর্থাৎ '৭৩ হইতে '৭৭—উল্লিখিত ৪ বৎসরে ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল ৩১ লক্ষ ৫৫ হাজার ২ শত ১৬ জন। গড়ে প্রতি বৎসরে ভোটার বৃদ্ধির সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ ৮৮ হাজার ৮ শত ৪ জন। তুলনামূলকভাবে ইহার পরে পরবর্তী বৎসরগুলিতে ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধির ধারা হ্রাস পাইতে থাকে। '৭৭-এর গণভোটের পর '৭৮ সালের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এক বৎসরে মাত্র ১লক্ষ ২৫ হাজার ৩ শত, ৮৯ জন বৃদ্ধি পাইয়াছিল। '৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধি পাঠাইয়াছিল ১ লক্ষ ৫১ হাজার ৪ শত ১৭ জন।

নির্বাচন কমিশন সূত্র হইতে জানা গিয়াছে যে, ভোটার বৃদ্ধির পরিসংখ্যানে পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধির হার একেবারেই কম।

নির্বাচন পরিচালনার জন্য ৭১ জন মহকুমা প্রশাসককে সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে ৪টি বুথ রাখা হইবে। গড়ে প্রতিটি বুথে ৫ শত ভোটারের ভোটদানের ব্যবস্থা থাকিবে। মোট ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ২১ হাজার ৮ শত ৫৯টি; বুথের সংখ্যা হইবে ৬৬ হাজার ২ শত ২৫টি। ভোট গ্রহণের জন্য প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে ১ জন প্রিসাইডিং অফিসার, ৪ জন সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার এবং ৮ জন করিয়া পোলিং অফিসার নিয়োগ করা হইবে। জাল ভোট প্রদান বন্ধ করার জন্য ভোটদাতা প্রত্যেকের আঙ্গুলে অমোচনীয় কালির ছাপ দেওয়া হইবে। ১৫ই নভেম্বর সকাল ৮টা হইতে একটানা অপরাহ্ন ৫টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হইবে। সময়সীমা অতিক্রম করার পর কেন্দ্রের সীমারেখার মধ্যে অবস্থানকারী ভোটারদের ভোট নেওয়া হইবে।